أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 112) www.motaher21.net

وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ

"তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।"

" I preferred you ."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪৭

يٰبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং একথাটিও যে, আমি দুনিয়ার সমস্ত জাতিদের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

৪৭ নং আয়াতের তাফসীর:

বানী ইসরাঈলকে অসংখ্য নি ‘য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

বানী ইসরাঈলের বাপ-দাদার ওপর মহান আল্লাহ যে নি ‘য়ামত দান করেছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে রাসূল এসেছেন, তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তাদের যুগের অন্যান্য লোকের ওপর তাদেরকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেনঃ

﴿وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾

আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (৪৪ নং সূরাহ্ দুখান, আয়াত নং ৩২)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ﴾

আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললোঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নি ‘য়ামতকে স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যের অধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কাউকেও দান করেননি। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ২০) সমস্ত লোকের ওপর মর্যাদা লাভের অর্থ হচ্ছে সর্বযুগের সমস্ত লোকের ওপর। কেননা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাত নিশ্চিতরূপে তাদের চেয়ে উত্তম। এ উম্মাত সম্বন্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেনঃ

﴿وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾

তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে জনমণ্ডলীর জন্য প্রকাশ করা হয়েছে ...।

আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেনঃ অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি রাজত্ব, নবী ও রাসূল এবং কিতাব নাযিল করেছিলেন। প্রতিটি যুগেই ছিলো এক একটি জাতি। (তাফসীর তাবারী ২/২৪) মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইসমা ‘ঈল ইবনু আবী খালিদ (রহঃ)-ও অনুরূপ বলেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৫৮)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাত বানী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম

আয়াতের মর্ম এভাবেই অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ তা ‘আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে অন্যান্য উম্মাত থেকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেনঃ

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ١ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর যদি গ্রন্থপ্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করতো তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হতো; তাদের মধ্যে কেউ কেউ মু’ মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কার্যকারী। (৩ নং সূরাহ্ আলি ‘ইমরান, আয়াত নং ১১০)

মুসনাদ আহমাদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে মু ‘আবিয়া ইবনু হাইদাহ আল কুসাইবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

তোমরা (মুসলিম) হলে সত্তর তম জাতি। কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে তোমরা সর্বোত্তম এবং সম্মানিত। (মুসনাদ আহমাদ ৫/৩, জামি ‘ তিরমিযী ৮/৩৫২, সুনান ইবনু মাজাহ ২/১৪৩৩) এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে যা সূরাহ্ আলি ‘ইমরানের ১১০ নং আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, তাদেরকে তৎকালীন সময়ের সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব

দিয়েছিলেন। বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। [তাফসীর আব্দুর রাজ্জাক, তাবারী] তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়াদি সম্পর্কে আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদেরকে রাজত্ব, রাসূল, কিতাব ইত্যাদি দিয়ে ঐ সময়কার সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

ইবনে কাসীর বলেন, অবশ্যই এ শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত বলতে হবে। কারণ, এ উম্মত অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত তাদের থেকেও উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল " [সূরা আলে ইমরান ১১০]

তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সত্তরটি উম্মত পূর্ণ করবে। তন্মধ্যে তোমরা হচ্ছ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং সম্মানিত” [ইবনে মাজাহঃ ৪২৮৭, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩]

এখানে সেই যুগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে একমাত্র বনী ইসরাঈলের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত সত্যজ্ঞান ছিল এবং তাদেরকে বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অন্যান্য জাতিদেরকে আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের পথে আহবান করাই ছিল তার দায়িত্ব।

এখান থেকে আবারও বানী-ইস্রাঈলের প্রতি কৃত পুরস্কারসমূহের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে এবং তাদেরকে সেই কিয়ামতের দিনের ভয় দেখানো হচ্ছে, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। সুপারিশ গৃহীত হবে না। বিনিময় দিয়ে মুক্তি পাওয়া যাবে না এবং কোন সাহায্যকারী এগিয়ে আসবে না। তাদের প্রতি কৃত পুরস্কারসমূহের মধ্যে অন্যতম পুরস্কার হল, তাদেরকে নিখিল বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার পূর্বে জগত-শ্রেষ্ঠ হওয়ার দুর্লভ মর্যাদা বানী-ইস্রাঈলরাই লাভ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতার শিকার হয়ে এই মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য তারা হারিয়ে ফেলে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত' উপাধি দান করা হয়। এখানে এ ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে যে, ইলাহী পুরস্কারসমূহ কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে লাভ করা যায় এবং ঈমান ও আমল থেকে বঞ্চিত হলে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সম্প্রতি উম্মাতে মুহাম্মাদী অপকর্মসমূহে এবং শির্ক ও বিদআতে লিপ্ত হওয়ার কারণে 'সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত' হওয়ার পরিবর্তে সর্বনিকৃষ্ট উম্মতে পরিণত হয়েছে -হাদাহাল্লাহু তাআলা

ইয়াহুদীরা এ কারণেও প্রতারিত যে, তারা মনে করে, তারা তো আল্লাহর অতীব প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা, অতএব তারা আখেরাতের পাকড়াও থেকে সুরক্ষিত থাকবে। মহান আল্লাহ ঘোষণা ক'রে দিলেন যে, সেখানে আল্লাহর অবাধ্যজনদের কেউ সাহায্য করতে পারবে না। এই ধোঁকায় উম্মতে মুহাম্মাদীও পতিত। সুপারিশ (যা আহলে সুন্নাহর নিকট এক বাস্তব বিষয়)এর আশায় তারা নিজেদের কু-কর্মকে বৈধ করে রেখেছে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪৮

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতমও কাজে লাগবে না, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে না, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবে না।

৪৮ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] অর্থাৎ কেউ অপর কারও পক্ষ থেকে কোন কিছু আদায় করবে না। [তাবারী] যেমন মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং ভয় কর সে দিনকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোন সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না"। [সূরা লুকমান ৩৩]

তাছাড়া হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ ঐ বান্দাকে রহমত করুন, যার কাছে তার কোন ভাইয়ের কোন ইযযত আবরুর উপর হামলা জনিত যুলুম, অথবা তার সম্পদ ও সম্মানের উপর আঘাত ছিল, তারপর সে সেটা থেকে নিজেকে বিমুক্ত করতে পেরেছে, ঐ দিনের পূর্বেই যে দিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। বরং যদি তার কোন নেকী থাকে তবে তা থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে তার উপর মাযমুমের পাপসমূহ চাপিয়ে দেয়া হবে। " [বুখারী: ৬৫৩৪]

[২] আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, আখেরাতে শাফা' আত বা সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। মূলতঃ ব্যাপারটি এরকম নয়। এ আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু কাফের, মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের জন্য কোন শাফা' আত বা সুপারিশ কাজে আসবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যার উপর সন্তুষ্ট নয় তার জন্য তারা সুপারিশ করবে না"। [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৮] আল্লাহ্ কাদের উপর সন্তুষ্ট নয় তা আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করে বলেছেন, "আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট নন। " [সূরা আয-যুমার:৭]

সুতরাং কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ নয়। আর কাফেররাও হাশরের দিন স্বীকৃতি দিবে যে, তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নেই, তারা বলবে "আমাদের তো কোন সুপারিশকারী নেই" [সূরা আশ-শু'আরা: ১০০] তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন, "সুতরাং কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন উপকার দিবে না" । [সূরা আল-মুদ্দাসসির:৪৮]

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা কুফরী, শিরকি , নিফাকী অবস্থায় মারা যাবে তাদের জন্য কোন শাফা' আত বা সুপারিশ নেই।

পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্য শাফা' আত বা সুপারিশ অবশ্যই হবে। যা কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাদের জন্য সুপারিশের ব্যাপারেও শর্ত হচ্ছে, তন্মধ্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঈমান অবশিষ্ট থাকতে হবে। মূলত: এ ঈমানের কারণেই শাফা' আত তথা সুপারিশের হকদার হয়েছে। যার সামান্যতম ঈমান আছে তার উপর আল্লাহ্র সামান্যতম সন্তুষ্টি অবশিষ্ট আছে। সুতরাং যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার জন্য আল্লাহ্র সামান্যতম সন্তুষ্টি হলেও থাকতে হবে। যদিও অন্য অপরাধের কারণে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে নি। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, শাফা' আত বা সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করে?" [সূরা আল-বাকারাহ:২৫৫]

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যিনি সুপারিশ করবেন তার উপরও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশতা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহ্র অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট" [সূরা আন-নাজম: ২৬]

অর্থাৎ যিনি সুপারিশ করবেন তার কথা-বার্তা ও সুপারিশ আল্লাহ্র মনঃপুত হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০৯]

এ তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে নবী-রাসূল, শহীদগণ ও নেককার মুমিনগণ শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন। যা বহু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

[৩] আলোচ্য আয়াতে যেদিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কেয়ামতের দিন। সাধারণতঃ মানুষের কোন শাস্তির হুকুম হলে তা থেকে বাচার জন্য মানুষ নিম্নলিখিত চারটি উপায় অবলম্বন করেঃ

১) একজনের পরিবর্তে অন্যজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ তাআলা এখানে "কেউ কারো পক্ষ থেকে আদায় করে না" বলে কেয়ামতের দিন এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

২) অথবা, একজনের জন্য অপরজন সুপারিশ করে শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্ভাবনাও নাকচ করে বলেনঃ "কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না" ।

৩) অথবা, বিনিময় আদায়ের মাধ্যমে কেউ কেউ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে বিনিময় দু'ধরনের হতে পারে, ক) অন্যের কাছ থেকে কিছু সওয়াব লাভ করে তার বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। খ) টাকা-পয়সা ইত্যাদির বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা "কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না", এ কথা বলে এমন সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন।

৪) অথবা, শাস্তির হুকুমের বিপরীতে অপরাধীকে সাহায্যকারী দল থাকে, যারা তাকে তা না মানতে বা তার শাস্তি লাঘব করতে সাহায্য করে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা "আর তারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না" এ কথা দ্বারা এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, তারা ঈমান আনেনি। কিন্তু যদি তাদের ঈমান থাকত তবে শর্তসাপেক্ষে এ চারটির কোন কোনটি কাজে আসত। মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত আখেরাতে সেগুলোর কোনটাই কার্যকর হবে না।

বনী ইসরাঈলদের আখেরাত সম্পর্কিত আকীদার মধ্যে গলদের অনুপ্রবেশ ছিল তাদের বিকৃতির অন্যতম বড় কারণ। এ ব্যাপারে তারা এক ধরনের উদ্ভট চিন্তা পোষণ করতো। তারা মনে করতো, তারা মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবীদের সন্তান। বড় বড় আউলিয়া, সৎকর্মশীল ব্যক্তি, আবেদ ও যাহেদদের সাথে তারা সম্পর্কিত। ঐ সব মহান মনীষীদের বদৌলতে তাদের পাপ মোচন হয়ে যাবে। তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে এবং তাদের আস্তিন জড়িয়ে ধরে থাকার পরও কোন ব্যক্তি কেমন করে শাস্তি লাভ করতে পারে। এসব মিথ্যা নির্ভরতা ও সান্ত্বনা তাদেরকে দ্বীন থেকে গাফেল করে গোনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তাই নিয়ামত ও আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাবার সাথে সাথেই তাদের এই ভুল ধারণাগুলো দূর করা হয়েছে।

শাস্তিদানের ভয় প্রদর্শন

﴿وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا﴾

নি 'য়ামতসমূহের বর্ণনার পর এখন শাস্তি হতে ভয় দেখানো হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন কেউ কারো কোন উপকার করবে না। যেমন আল্লাহ তা 'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾

কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। (৩৫ নং সূরাহ্ ফাতির, আয়াত নং ১৮) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ﴾

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (৮০ নং সূরাহ্ 'আবাসা, আয়াত নং ৩৭) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ١۫ وَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا﴾

হে মানব জাতি! তোমারা তোমাদের রাব্বকে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। (৩১ নং সূরাহ্ লুকমান, আয়াত নং ৩৩)

কাফিরদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ, মুক্তিপণ কিংবা সাহায্য গ্রহণ করা হবে না

বলা হয়েছে যে, না কোন কাফিরের জন্য কেউ সুপারিশ করবে, না তার সুপারিশ কবূল করা হবে। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা 'আলা বলেনঃ ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ﴾

ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা। (২৬ নং সূরাহ্ শু 'আরা, আয়াত নং ১০০-১০১) অন্য এক জায়গায় জাহান্নামবাসীদের এ উক্তি নকল করা হয়েছেঃ

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ۝ وَ لَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ﴾

পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই. কোন সুহৃদয় বন্ধুও নেই।

আরো বলা হয়েছে, ﴿وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ তাদের থেকে মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না।' অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা বলেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِ افْتَدٰى بِهٖ﴾

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবে না। (৩ নং সূরাহ্ আলি ‘ইমরান, আয়াত নং ৯১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং এর সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবূল করা হবে না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ৩৬) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا﴾

তারা দুনিয়ার সমস্ত কিছু বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। (৬ নং সূরাহ্ আন ‘আম. আয়াত নং ৭০) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّ لَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِىَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ﴾

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিলো তাদের নিকট থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাস্থল, এটাই তোমাদের মাওলা বা যোগ্য স্থান! (৫৭ নং সূরাহ্ হাদীদ, আয়াত নং ১৫) ভাবার্থ এই যে, ঈমান ছাড়া শুধুমাত্র সুপারিশের ওপর নির্ভর করলে তা কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। তাদের মুক্তিপণ হিসেবে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও প্রদান করা হয় তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তা ‘আলা বলেনঃ

﴿مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ﴾

সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় করো যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। (২ নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ২৫৪) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خِلٰلٌ﴾

সেদিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না। (১৪সূরাহ্ ইবরাহীম, আয়াত নং ৩১)

﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ﴾ ‘তাদেরকে সাহায্য করা হবো’ এর অর্থ এই যে, তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আত্মীয়তার বন্ধন কেটে যাবে, তার জন্য কারো অন্তরে দয়া থাকবে না এবং তার নিজেরও কোন শক্তি থাকবে না। কুর’ আন মাজীদের অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَّ هُوَ يُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾

তিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর পাকড়াও হতে আশ্রয়দাতা কেউ নেই। (২৩ নং সূরাহ্ মু’ মিনূন, আয়াত নং ৮৮) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ﴿۲۵﴾ وَّ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ﴾

সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না। (৮৯ নং সূরাহ্ ফাজ্র, আয়াত নং ২৫-২৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿۲۵﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ﴾

তোমাদের কি হলো যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছো না? বস্তুত সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (৩৭ নং সূরাহ্ সাফফাত, আয়াত নং ২৫-২৬) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

﴿فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ﴾

তারা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য মহান আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা ‘বূদ রূপে গ্রহণ করেছিলো তারা তাদেরকে সাহায্য করলো না কেন? বস্তুত তাদের মা ‘বূদগুলো তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়লো। (৪৬সূরাহ্ আহকাফ, আয়াত নং ২৮) ভাবার্থ এই যে, প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে গেছে, ঘুষ প্রদানের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে, সুপারিশও বন্ধ হয়েছে, পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি দূর হয়ে গেছে। আজ মুকাদ্দমা চলে গেছে সেই ন্যায় বিচারক, মহাপ্রতাপশালী সারা জাহানের মালিক মহান আল্লাহর হাতে, যাঁর বিচারালয়ে সুপারিশকারীদের সুপারিশ এবং সাহায্যকারীদের সাহায্য কোন কাজে আসবে না, বরং সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। তবে বান্দার প্রতি তাঁর পরম করুণা ও দয়া এই যে, তাদেরকে তাদের পাপের প্রতিদান ঠিক পাপের সমানুপাতেই দেয়া হবে, আর সাওয়াবের প্রতিদান দেয়া হবে কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা কুর ’ আন মাজীদের এক জায়গায় বলেছেনঃ

﴿وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَۙ﴿۲۴﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ﴿۲۵﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ﴾

তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে; তোমাদের কি হলো যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছো না? বস্তুত সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (৩৭ নং সূরাহ্ সাফফাত, আয়াত নং ২৪-২৬। তাফসীর তাবারী ২/৩৫)

আবার আল্লাহ তা 'আলা বানী ইসরাঈলকে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এমন দিবসের ভয় করার আদেশ দিচ্ছেন যে দিবসে একে অপরের উপকার করতে পারবে না, কারো কোন সুপারিশ চলবে না এবং কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় কিয়ামত দিবসে কোন প্রকার শাফাআত কবূল করা হবে না। আবার অন্য আয়াত থেকে বুঝা যায় শাফাআত থাকবে, যেমন আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ)

"কে সে যে তাঁর (আল্লাহর) নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া।" (সূরা বাকারাহ ২:৫৫২)

অর্থাৎ আল্লাহ তা 'আলার অনুমতি সাপেক্ষে শাফাআত চালু থাকবে।

সুতরাং শাফাআত দু' প্রকার:

১. বাতিল শাফাআত: الشفاعة المنفية ২. গ্রহণযোগ্য শাফাআত: الفشاعة الثابتة

বাতিল শাফাআত:

যা কাফির মুশরিকদের সাথে সম্পৃক্ত। যে শাফায়াতের ব্যাপারে আল্লাহ তা 'আলার কোন অনুমতি নেই। আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ)

"তারা আল্লাহ ব্যতীত যার 'ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, 'এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।" (সূরা ইউসুফ ১০:১৮)

আল্লাহ তা 'আলা আরো বলেন:

(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى)

"আমরা তো এদের উপাসনা এজন্য করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দেয়।" (সূরা যুমার ৩৯:৩)

এ সকল শাফাআত বাতিল, তাই আল্লাহ তা 'আলা কবূল করবেন না। তিনি বলেন:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ

"ফলে (সে সময়) শাফাআতকারীদের শাফাআত তাদের (অমুসলিমদের) কোন কাজে আসবে না।" (সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:৪৮)

গ্রহণযোগ্য শাফাআত: এর জন্য তিনটি শর্ত। যথা:

১. শাফাআতকারীর ওপর আল্লাহ তা 'আলার সন্তুষ্টি। যেমন আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا)

“দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না।” (সূরা ত্বা-হা-২০:১০৯)

২. যার জন্য শাফাআত করা হবে তার ওপর আল্লাহ তা ‘আলার সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা ‘আলার বাণী:

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى

“আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ কাজে আসবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।” (সূরা নাজম ৫৩:২৬)

৩. শাফাআত করার অনুমতি। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“কে সে যে তাঁর (আল্লাহর) নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া।” (সূরা বাকারাহ ২:২৫৫)

এসব শর্তসাপেক্ষে শাফাআত করা যাবে এবং পাওয়া যাবে। সুতরাং যে সব নামধারী মুসলিম শাফাআত করার ও পাওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, সেটা তাদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ছাড়া কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে যে শাফাআত নিষিদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা বাতিল শাফাআত যা কাফির-মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব।

২. কাফির-মুশরিকদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী থাকবে না এবং সেদিন কোন বিনিময় চলবে না। অপরপক্ষে ঈমানদারদের জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা থাকবে, তবে আল্লাহ তা ‘আলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষে।